যুগান্তর

তারিখ 30 SEP 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

ভিসি-প্রো-ভিসি কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে এক মাসের আলটিমেটাম

যুগান্তর রিপোর্ট

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার নিযুক্ত বৈধ ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নেই, সেসব প্রতিষ্ঠানে এক মাসের মধ্যে এসব কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হবে। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই তিন কর্মকর্তার পদ কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ না করেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের একটি তালিকা করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ওই তালিকা প্রণয়নের কাজ করছে। জানা গেছে, তালিকা প্রণয়নের কাজটি নিখুঁত করার লক্ষ্যে ইউজিসি অবশ্য ইতিমধ্যে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র দিয়েছে। পত্রে ওই তিন কর্মকর্তার পদে সংশ্লিষ্টরা কাউকে নিয়োগ করেছে কিনা বা কতদিন ধরে পদ খালি রয়েছে কিংবা ভিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন ধরে আসীন রয়েছেন, সে তথ্য তলব করেছে ইউজিসি। সূত্র আরও জানায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর কয়েকদিন আগে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্য চেয়ে যে পত্র দিয়েছে, ইতিমধ্যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় তার তথ্য দাখিলও করেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৭১টি। এর মধ্যে ৫১টিতে ভিসি, ১৮টিতে প্রো-ভিসি ও ১৯টিতে সরকার নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ রয়েছে। যুগান্তরে গত ৮ সেপ্টেম্বর 'অবৈধ আর্থিক কার্যক্রমে ৫২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক শীর্ষ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই খবর প্রকাশের পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগের এই উদ্যোগ নিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সালাউদ্দিন আকবর যুগান্তরকে বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া চলতে পারে না— সেটা সরকারি বা বেসরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক। তিনি বলেন, কোনো কোনো

আলটিমেটাম : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

আলটিমেটাম : নিয়োগে এক মাসের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তিন কর্মকর্তা নেই, তার তালিকা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইউজিসিকে। তালিকা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক মাসের নোটিশ দেয়া হবে। এর মধ্যে তারা প্রস্তাবনাসহ প্যানেল পাঠাবে। এরপর তার মধ্য থেকে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) প্রস্তাবনা মত তিনজনের একটি প্যানেল থেকে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে ভিসি, ৩২ ধারা অনুযায়ী প্রায় একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে প্রোভিসি এবং ৩৩ ধারা অনুযায়ী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার আশংকাসহ লক্ষ আয় আইন নির্দেশিতভাবে ব্যয় হওয়ার ভয় কিংবা লুটপাট করতে না পারার আশংকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয় না। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন, তার মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্য এবং খোদ উদ্যোক্তা ভিসি বনে গেছেন। যেমন : এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই এর উদ্যোক্তা আবুল হাসান মোঃ সাদেক ভিসি হিসেবে আছেন। তিনি নিজের ছেলেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটির চেয়ারম্যানের পদে বসিয়ে রেখেছেন। একই অবস্থা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিরও। সেখানে অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকেই কখনও কোষাধ্যক্ষ আবার কখনও চেয়ারম্যানের পদ দখলে রাখা হয়েছে। বিতর্কিত প্রাইম ইউনিভার্সিটির উত্তরায় অংশের মালিক দাবিদার আবুল হোসেনের শ্বশুরই ভিসি হিসেবে আছেন। তিনি কখন কোথা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন সে বিষয়টির হদিস না থাকলেও এই ভিসি নামের আগে অবশ্য 'ডক্টর' ব্যবহার করেন। মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়ে অবশ্য ইউজিসির তেমন একটা মাথা ব্যথা নেই। অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা হয়ে ভিসি হিসেবে আসীন থাকা অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম কয়েক বছর আগে আইন অনুযায়ী 'লাইনে' আসতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বিতাড়িত হন। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী তিনি বিওটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ভিসি হতে গিয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্তি থেকে বঞ্চিত হন। এরপর তাকে বিতাড়িত হতে হয়। এভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ তিন কর্মকর্তার পদে লোক বসানো নিয়ে নানা টালবাহানা ও খেলা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। বিশেষ করে আর্থিক কার্যক্রম চালানো একেবারেই অসম্ভব। কেননা আইনত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও বিওটির এক সদস্যের স্বাক্ষরে আর্থিক কার্যক্রম বা লেনদেন পরিচালিত হওয়ার কথা। তিনি আরও বলেন, এ অবস্থায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার ব্যাপারে জমি কেনার কথা বলছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি কেনার এই আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রসঙ্গত আইন অনুযায়ী ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ তিন কর্মকর্তা। শিক্ষাবিদ-ভিসি থাকলে তারা সাধারণত শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করেন না। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, পাঠক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাণিজ্য অনেক ক্ষেত্রে তিরোহিত হয়। আর শিক্ষাবিদ-কোষাধ্যক্ষ থাকলে আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের অর্থ লুটপাটের আশংকা অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হয়, যদিও সবাই এ ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন না। তারপরও এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়।

বিশেষ করে অলাভজনক বা জনগণের প্রতিষ্ঠানের অর্থ যাচ্ছেতাইভাবে লুটপাট করা সম্ভব হয় না। আর এজন্য পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিচ্ছেন না।